21

তারিখ ...14 JAN 1996 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

দৈনিক ইত্তেফাক

ভার্সিটিতে ভর্তির জন্য এমসিকিউ পদ্ধতি প্রবর্তন

আনোয়ার আলদীন ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে এমসিকিউ (মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেনস) পদ্ধতি প্রবর্তন করা হইতেছে। চলতি ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষ হইতে এই নয়া পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। ১৫ই মার্চ হইতে

(২য় পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

এমসিকিউ পদ্ধতি

(১ম পৃঃ পর)

শুরু হইবে এই পরীক্ষা। একই সঙ্গে শতকরা ১০ ভাগ আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে। ভিসি প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জেনারেল এডমিশন কমিটির এক সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। জানা গিয়াছে, চলতি মাসেই ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। পরীক্ষার ফরম বিতরণ করা হইবে ৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে ৭ই মার্চ পর্যন্ত। ফরমের মূল্য নির্ধারণ করা হইয়াছে ১ শত ৫০ টাকা। 'খ' ইউনিটের (কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ) ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে ২২শে মার্চ, 'ক' ইউনিটের (বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান অনুষদ) পরীক্ষা ২৯শে মার্চ, 'গ' ইউনিটের (বাণিজ্য অনুষদ) ভর্তি পরীক্ষা ২১শে মার্চ এবং 'ঘ' ইউনিটের (সম্মিলিত বিষয়) পরীক্ষা ১৫ই মার্চ অনুষ্ঠিত হইবে। ইহার মধ্যে 'খ' ইউনিট ছাড়া অপর ৩টি ইউনিটে এমসিকিউ পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

'খ' ইউনিটের পরীক্ষা অর্ধেক এমসিকিউ এবং অর্ধেক রচনামূলক পদ্ধতিতে হইবে।

এদিকে ৪টি ইউনিটেই ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ন্যূনতম নম্বর বাড়ান হইয়াছে। 'ক' ও 'ঘ' ইউনিটের প্রার্থীদের এসএসসি ও এইচ,এস,সি পরীক্ষায় মোট ১৩০০ নম্বর থাকিতে হইবে। এবং 'খ' ও 'গ' ইউনিটে ১১০০ নম্বর থাকিতে হইবে। ৪ ইউনিটেই ১০০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষা এবং এস এসসি ও এইচ এস সি পরীক্ষায় ১০০ নম্বর নিয়া মেধা তালিকা প্রণীত হইবে। ফল প্রকাশিত হইবে এপ্রিলের মধ্যে।

এদিকে শতকরা ১০ ভাগ আসন বৃদ্ধির ফলে আসন সংখ্যা দাঁড়াইবে ৪ হাজার ১ শত ৮০টি। গত শিক্ষা বর্ষে আসন সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৮ শত। এ ব্যাপারে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি বলেন, দেশের উচ্চ শিক্ষার্থীচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। আগামীতে আরও বৃদ্ধি করা হইবে। তিনি বলেন, ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি আধুনিকায়ন ও অধিকতর গ্রহণযোগ্য করার জন্য এমসিকিউ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হইয়াছে।